2

দৈনিক সংবাদ

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 28 JUL 1996
পৃঃ ১ কলাম ৪

ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই-

আনোয়ার আলদীন ॥ ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের মাষ্টার্স প্রিলিমিনারী শ্রেণীতে ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। ১৯৯৫ সালে '৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ভর্তি পরীক্ষা

(১ম পৃঃ পর)

ভর্তিকৃত এই ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে মাষ্টার্স শেষ বর্ষে লেখাপড়া করিতেছে। গত ২৭শে জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে এই ভর্তি সম্পর্কে কয়েকজন সিনেট সদস্য প্রশ্ন তোলেন। পরে গত ১৮ই জুলাই শিক্ষা উপ-রেজিষ্ট্রার ১৫জন ছাত্র-ছাত্রীর বিষয়ে পূর্ণ তথ্য জানিতে চাহিয়া সমাজ কল্যাণ ইন্সটিটিউটের পরিচালক বরাবরে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। চিঠিতে ছাত্র-ছাত্রীদের রোল নম্বর উল্লেখ করিয়া বলা হয়, 'আপনার ইন্সটিটিউটে মেধা অনুযায়ী তাহাদের ভর্তি করা হইয়াছিল কি-না, যদি মেধা অনুযায়ী ভর্তি করা না হইয়া থাকে তবে কি ভাবে ভর্তি করা হইয়াছিল—এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যসহ তাহাদের নাম, পিতার নাম ও হলের নাম বিশেষভাবে প্রয়োজন।' অতিজরুরী লিখিত এই চিঠির কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। ইন্সটিটিউটের পরিচালক ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলি এড়াইয়া গিয়া কেবল ঐ ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর নাম, পিতার নাম এবং সংযুক্ত হলের নাম লিখিয়া পাঠায়। ভর্তির এই ঘাপলার ব্যাপারে দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে একটি মামলা তদন্তাধীন রহিয়াছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে, ভিসির সুপারিশক্রমে "বিশেষ বিবেচনায়" এই সকল ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। এই অবৈধ প্রক্রিয়ার সহিত ভিসির একজন নিকটাত্মীয় এবং ইনষ্টিটিউটের জনৈক অধ্যাপক জড়িত বলিয়া জানা যায়। ঐ অধ্যাপকের চাকুরীর বয়সসীমা গত বছর জুন মাসে শেষ হইয়া যায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মনীতি লংঘন করিয়া উক্ত অধ্যাপককে ৬ মাসের এলপিআর-এ না দিয়াই ৫ বছরের জন্য পুনঃনিয়োগ দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে তরুণ শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই বিশেষ বিবেচনায় যাহাদের ভর্তি করা হইয়াছে তাহারা হইতেছে : দিলারা হোসেন (রোল নম্বর মৈত্রী-২৫১) নাসিমা আখতার বানু (রোল-মৈত্রী-২৫৪), ফারজানা ইয়াসমিন (মৈত্রী-২৫৬), মোহাম্মদ সাইদুল হোসেন, (রোল নং মহসীন হল-২৫৭), মোঃ রহমত উল্লাহ (রোল-জহু-২৫৮), জান্নাতুল ফেরদৌস (রোল-মৈত্রী-২৬৩), গোলাম মোহাম্মদ সাজ্জাদুল হক (রোল বঙ্গবন্ধু-২৬৪), মোঃ বিল্লাল হোসেন (রোল জিয়া-২৬৫), মোঃ আলীমুল হক (রোল জিয়া-২৬৬), কামরুন নাহার (রোল মৈত্রী-২৬৭), শাম্মী রহমান (রোল মৈত্রী-২৬৯), ফারহানা সুলতানা (রোল মৈত্রী-২৭০), এ, কে, এম আতিকুর রাজ্জাক ভুঞা (রোল মহসীন-২৭৪), এবং নায়না জেসমীন (রোল মৈত্রী-২৭৫)।

এই ব্যাপারে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উপরেজিষ্ট্রার রেজাউল হক চৌধুরীর সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি বলেন, ইনষ্টিটিউটের পরিচালকের নিকট আমরা যে তথ্য জানিতে চাহিয়াছিলাম তাহার সঠিক জবাব তিনি দেন নাই। যে তথ্যগুলি পাইয়াছি উহা ভিসির দপ্তরে প্রেরণ করিয়াছি। এই ব্যাপারে আমার আর কিছু করণীয় নাই। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের ভর্তির একটি নিয়ম রহিয়াছে। তাহারা আমাদের মাধ্যমেই ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু সমাজ-কল্যাণ ইন্সটিটিউট নিজস্বভাবে ভর্তি প্রক্রিয়া চালায়। ফলে উহারা যাহা ইচ্ছা তাহা করার সুযোগ পায়।